অনুচ্ছেদ

(ক) অতিথি পাখি

অতিথি পাখি হলো শীতকালে বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের দেশে আগত পাখি। সাধারণত শীতকালে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলের তীব্র শীত থেকে বাঁচার জন্য এরা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দেশগুলোর দিকে উড়ে আসে। বাংলাদেশ তাদের একটি প্রধান গন্তব্য। দেশের বিভিন্ন জলাশয়, হাওর, বিল, নদীর তীর, পুকুর ইত্যাদি অতিথি পাখিদের অস্থায়ী আবাসস্থলে পরিণত হয়। এই পাখিগুলো দেখতে খুবই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। এরা আমাদের প্রকৃতিকে করে তোলে প্রাণবন্ত ও মনোরম। অতিথি পাখির আগমন আমাদের দেশের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, কিছু অসচেতন মানুষ এদের শিকার করে। এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। আমাদের সবার উচিত এই অতিথি পাখিদের রক্ষা করা। কারণ এরা প্রকৃতির বন্ধু। এদের কলরব ও ওড়াউড়ি প্রকৃতিকে করে তোলে আরও সুন্দর। অতিথি পাখি আমাদের শীতকালীন প্রকৃতিকে করে তোলে আকর্ষণীয় ও আনন্দময়।

(খ) আমাদের গ্রাম

আমাদের গ্রাম একটি শান্তিপূর্ণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ স্থান। এখানে মানুষের জীবনযাত্রা খুব সরল ও সহজ। গ্রামের পরিবেশ শহরের তুলনায় অনেক বেশি নির্মল ও প্রশান্তিদায়ক। গ্রামের চারপাশে সবুজ ক্ষেত-খামার, পাখির কিচিরমিচির শব্দ, আর খোলা আকাশ যেন প্রকৃতির এক অনন্য উপহার। গ্রামের মানুষ সাধারণত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সবাই একে অপরকে ভালোবাসে ও সাহায্য করে। এখানে অনেক ধরনের গাছপালা, ফলমূল এবং নদী-খাল দেখা যায়। গ্রামের বাচ্চারা মাঠে খেলাধুলা করে, বড়রা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমাদের গ্রামের মানুষ অতিথিপরায়ণ ও পরিশ্রমী। নানা রকম লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গ্রামকে করে তোলে প্রাণবন্ত। যদিও এখন অনেক গ্রাম আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে, তারপরও গ্রামের সৌন্দর্য ও স্বকীয়তা আজও অম্লান। গ্রামের জীবন সত্যিই শান্তিময় ও আনন্দঘন।

(গ) আমাদের প্রধান ফসল 'ধান'

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ, আর ধান হলো আমাদের প্রধান ফসল। দেশের অধিকাংশ কৃষক ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। ধান থেকে আমরা চাল পাই, যা আমাদের প্রধান খাদ্য। ধান চাষ আমাদের কৃষির প্রধান অংশ। ধান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল, মাটি ও আবহাওয়া বাংলাদেশে সহজলভ্য। সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ধান রোপণ করা হয় এবং অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে কাটা হয়। ধান চাষে কৃষকদের অনেক কষ্ট করতে হয়। বীজ বপন, চারা রোপণ, সেচ, আগাছা পরিষ্কার, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি কাজ করতে হয়। ধান কাটা ও মাড়াই করার পর তা শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। ধান শুধু আমাদের খাদ্যই নয়, দেশের অর্থনীতির সঙ্গেও জড়িত। ধান বিক্রি করে কৃষকরা জীবিকা নির্বাহ করে। আমাদের দেশের গ্রামীণ জীবনে ধান একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই ধানকে বলা হয় আমাদের প্রাণের ফসল।

(ঘ) কুটির শিল্প

কুটির শিল্প হলো সেই শিল্প, যা ছোট পরিসরে সাধারণত ঘরোয়া পরিবেশে গড়ে ওঠে। এটি বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুটির শিল্পে সাধারণত হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথা, বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র, মাটির পাত্র, জামা-কাপড় তৈরি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এই শিল্পে প্রধানত নারী ও পরিবারভিত্তিক শ্রমিকরা কাজ করে থাকে। কুটির শিল্প অনেকের জীবিকার উৎস। এটি গ্রামীণ নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলছে। এছাড়া, এই শিল্প দেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে এবং বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সাহায্য করে। বর্তমানে সরকারের উদ্যোগে কুটির শিল্পকে আরও প্রসারিত করা হচ্ছে। কুটির শিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ বেকারত্ব কমানো সম্ভব। আমাদের উচিত এই শিল্পকে রক্ষা করা ও উন্নয়ন সাধনে সহযোগিতা করা। কুটির শিল্প শুধু অর্থনীতিই নয়, আমাদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির প্রতীকও বটে।

(ঙ) চরিত্র

চরিত্র মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। একজন মানুষের প্রকৃত মূল্য তার চরিত্রের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। সদাচরণ, সততা, দয়া, সহানুভূতি, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি গুণাবলির সমন্বয়েই গঠিত হয় চরিত্র। একটি ভালো চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজে সর্বদা সম্মানিত হন। চরিত্রবান ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলেন না, অসত কাজ করেন না এবং অন্যকে কষ্ট দেন না। শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্যই হলো সুশিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন। শিক্ষিত হলেও যদি কারো চরিত্র ভালো না হয়, তবে সে কখনোই সমাজে মর্যাদা পায় না। পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের উচিত শিশুকাল থেকেই সন্তানদের চরিত্র গঠনে গুরুত্ব দেওয়া। কারণ একটি জাতির উন্নতি নির্ভর করে তার নাগরিকদের চরিত্রের উপর। আমাদের প্রতিদিনের কাজ, আচরণ ও মনোভাবই চরিত্র গঠনে প্রভাব ফেলে। তাই আমাদের উচিত সব সময় সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার পথে চলা।

সারাংশ

ক) আগেকার দিনে লোকে ভাবত, ...

সারাংশ: আকাশকে একসময় মানুষের মাথার উপর ঢাকনা মনে করা হতো। আসলে তা ঢাকনা নয়, রং বায়ুর বিপুল স্তর। এখানে প্রায় বিশটি বর্ণহীন গ্যাস ও পানির বাষ্প আর ধুলোর কণা মিশে আছে ।

খ) অভাব আছে বলিয়া জগৎ.....

সারাংশ: অভাবই মানুষের জীবনে গতি ও বৈচিত্র্য এনেছে। অভাব না থাকলে জীবন হতো নিষ্ক্রিয় ও নিরর্থক। অভাব পূরণের প্রয়াসেই মানুষ উদ্যমী ও কর্মঠ হয়। সংসার কর্মক্ষেত্র, কারণ এখানে নানা অভাব বিদ্যমান। জ্ঞানীরা সব সময় অন্যের অভাব দূর করতে সচেষ্ট থাকেন। অভাবের জন্যই মানুষ সেবা করার সুযোগ পায়, আর এই সেবাই মানবজীবনের পরম ধর্ম।

গ) অভ্যাস এক ভয়ানক জিনিস.....

সারাংশ: মানুষের স্বভাব থেকে অভ্যাসকে বাদ দেওয়া কঠিন। সত্যবাদী হতে হলে সত্য বলার অভ্যাস করতে হয় এবং মিথ্যা বলার প্রবণতা দূর করাতে হয়। পাপ ও অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্যেও চাই সাধনা।

ঘ) ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু.....

সারাংশ : মানুষের বড় শত্রু ক্রোধ। কারণ ক্রোধ বা রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নানা অঘটন ঘটিয়ে ফেলে। পৃথিবীতে যত অমানবিক নারকীয় ঘটনা ঘটে তার জন্য মূলত ক্রোধই দায়ী। ক্রোধ মানুষকে নিয়ে যায় পশুর পর্যায়ে।

ভাবসম্প্রসারণ

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে

কথা না, কাজেই মানুষের পরিচয়। বড় বড় কথা বললে বড় হওয়া যায় না, বড় হতে হলে মহৎ কর্ম করতে হবে ।

সমাজ-সভ্যতা বিকাশের জন্য কর্মের প্রয়োজন । মহৎ কিছু কর্ম দ্বারা দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব। এ মহৎ কর্ম সাধনের জন্য আমাদের প্রয়োজন সৎ কর্মীর। কিন্তু আমাদের সমাজে সৎ কর্মীর খুব অভাব। আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা মুখে অনেক বড় বড় আওড়ায় কিন্তু কোনো কাজ করে না। তারা বুলি দ্বারা বিশ্ব জয় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। কিন্তু তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কোনো প্রচেষ্টা নেই, উপরন্তু অন্যের কাজের সমালোচনা করে। এ ধরনের মানুষ সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তারা নিজেরাও কাজ করে না, অপরদিকে সৎ কর্মীদের কাজের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যদি তারা নিজে কাজ করত বা অন্যের কাজের সহায়তা করত তবে দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হতো। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের উন্নতির পেছনে রয়েছে কর্মীর প্রচেষ্টা। মহামানবেরা কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করে রেখে গেছেন। তারা বন্ধু আশার বাণী শোনাননি, তারা কর্ম ও নিষ্ঠার সমন্বয় ঘটিয়ে সৎ কর্ম সাধন করেছেন। বিশ্বের মানুষ তাদের শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। আমাদের উচিৎ তাদের পথ অনুসরণ করা। নিজেকে কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা। সমাজের প্রতিটি মানুষের ভালো কিছু কর্ম ছাড়া সৃষ্টি হয় একটি সুন্দর সমাজ। তাই আমাদের কর্মে মনোনিবেশ করতে হবে।

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষ ছিল অসহায়। সেই অসহায় অবস্থা উত্তরণে কাছে করেছে তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তির বলেই পৃথিবীতে মানুষ আজ অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ। হিংস্রো পশুর হাত থেকে বাঁচার তীব্র বাসনা থেকেই যখন মানুষ পাথরের হাতিয়ার আগুন আবিষ্কার করলো, তা থেকেই মানুষের আবিষ্কারের নেশা তীব্রতর হয়। আবিষ্কারের সেই তীব্র বাসনা বা ইচ্ছা শক্তির কারণেই সভ্যতা আজ এই পর্যায়ে উন্নীত। বস্তুত ইচ্ছা শক্তির জোরেই মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শিখরে পৌঁছেছে। এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে গিয়ে বসবাস করার চিন্তা করছে।পাহাড় চূড়া থেকে সমুদ্র তলদেশ পর্যন্ত বিচরণ করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা- সংস্কৃতির সব ক্ষেত্রে প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে ইচ্ছাশক্তি। নদীর উপর ভেসে থাকার ইচ্ছা থেকে মানুষ তৈরি তেলা, নৌকা, জাহাজ আকাশে ওড়ার বাসনা থেকে তৈরি করেছে উড়োজাহাজ। রোগ থেকে বাঁচার বাসনা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ঔষধ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। ইচ্ছা শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে মানুষ অধ্যবসায়ে হয়েছে মনোযোগী পেয়েছে চিত্তের একাগ্রতা যা মানুষকে তার সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।ইচ্ছাশক্তি মানুষের মনোবলকে দৃঢ় করে এবং কাজে সাফল্যের যোগায়। ইচ্ছা না থাকলে এক ধরনের জড়তা কাজ করে মানব হৃদয়ে। ফলে কোনো আকা না। ইচ্ছাশক্তি প্রচন্ড শক্তিশালী যেকোনো বাধা তার কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। পৃথিবী জয় করার প্রবল ইচ্ছা থেকে নেপোলিয়ন ইউরোপ জয় করেছিলেন, আব্রোহাম লিংকন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হতে পেরেছিলেন। স্বাধীন হওয়ার তীব্র ইচ্ছা থেকেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি।

অসির চেয়ে মসি বড়

অসি অর্থ তরবারি যার নিধন ক্ষমতা বিশাল। আর মসি হলো ক্ষুদ্র কলমের কালি বা জ্ঞান। অসি দীর্ঘকাল রেখে দিলে তার তীক্ষ্ণতা আর থাকে না। কিন্তু মসি বহমান। মানুষ জ্ঞানের আলোয় উজ্জীবিত হয়ে পৃথিবীকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে তোলে। এই জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। অসির শক্তি ধ্বংসাত্মক হলেও সীমিত, যুগ থেকে যুগান্তরে এর শক্তি বিস্তৃত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। প্রাচীন ও মধ্যযুগে আমরা অসি শক্তির প্রাধান্যই বেশি দেখেছি। কিন্তু তার বিনিময়ে জগতে নেমে এসেছে ধ্বংস ও মৃত্যু। অপরদিকে, মসি শক্তির প্রভাবেই আমরা পেয়েছি আধুনিক সভ্যতা। অস্ত্রের ভয়ে মানুষকে ক্ষণিকের জন্য বশে আনা যায়। অপরদিকে, মসি বা লেখনীরূপ শক্তির মাধ্যমে জ্ঞান বিবেক আর মানবতা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীই জয় করা যায়। ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যায়- চেঙ্গিস খান, নাদির শাহ, হিটলারসহ অনেকে অস্ত্রের জোরে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। তাদের এরূপ নৃশংসতার জন্য তারা বিশ্ববাসীর কাছে নিন্দিত ও বিকৃত হয়েছে। আধুনিক জগতে মানুষের উপলব্ধি হয়েছে, অস্ত্র নয় বরং বিবেক বুদ্ধির অস্ত্র আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাই পৃথিবীতে বেড়ে যাচ্ছে- জ্ঞান বুদ্ধি, বিবেক- জাগ্রত করা মানুষের সংখ্যা। লেখনীরূপ অস্ত্রের মাধ্যমে অনেক মনীষী তাদের জ্ঞানগর্ভ দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বমানবতার কল্যাণে তাদের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাদের অবদানের কথা মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। কাজেই বলা যায়, তরবারি অপেক্ষা লেখনী অধিকতর শক্তিশালী।

মূলত মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য জ্ঞান শক্তির কোনো বিকল্প নেই। তাই অসি নয় মসি শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এই বিশ্বকে সুন্দর করে তুলতে হবে।

জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান

জ্ঞানের মূল কাজ মানুষের মাঝে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। এর কল্যাণেই মানুষ সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্য অনুধাবনে সক্ষম হয় । তাই জ্ঞানহীন মানুষকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না ।

জ্ঞান মানুষের এক অনন্য মানবীয় গুণ। জ্ঞানই মানুষকে সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। জ্ঞানের বলেই মানুষ সবকিছুকে নিরীক্ষণ করতে পারে । ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধের অধিকারী হতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান বিবেকবোধের জাগরণ ঘটায়। মানুষকে সত্য, সুন্দর ও আলোকিত পথের নির্দেশ দেয়। জ্ঞানের আলোকে মানুষের জীবন বিকশিত হয়ে ওঠে। জ্ঞানের আলো যার অন্তরে পৌঁছায় না তার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না। ভালো- মন্দের প্রভেদ সে বুঝতে পারে না বলে প্রায়শই সে কুপথে পরিচালিত হয় । জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো খারাপ কাজে প্রবৃত্ত হতে পারে না। বিবেক তাকে খারাপ কাজ করতে বাধা দেয়। তাই মানুষ হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই। কিন্তু জ্ঞানহীন মানুষ পশুর মতোই নির্বোধ। সে ন্যায়-অন্যায় বোঝে না। তাই সে পশুসুলভ আচরণেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। জ্ঞানের বলেই মানুষ সকল প্রাণীর ওপর প্রভুত্ব করছে।

জ্ঞান অর্জিত না হলে আধুনিক জীবনের সম্পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করা অসম্ভব। জ্ঞানই অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের প্রভেদ গড়ে দিয়েছে। তাই মানবজীবনকে সার্থক করার জন্যে জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই।

জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো।

কর্মের দ্বারাই মানুষ পৃথিবীর বুকে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পায়। কোনো মানুষের জন্ম যে বংশেই হোক না কেন, কাজই তার পরিচয় নির্ধারণ করে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। তখন পিছনে পড়ে থাকে তার ভালো-মন্দ সব ধরনের কাজ। কাজ ভালো হলে বহু কাল যাবৎ মানুষ তা মনে রাখে। আর কাজ খারাপ হলে যুগ যুগ ধরে সকলে তার নিন্দা করে। বংশমর্যাদার উপরে এইসব সুনাম বা দুর্নাম নির্ভর করে না। বংশে কেউ একজন সুনাম করলে সেই বংশের মর্যাদা বাড়ে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, এই মর্যাদা চিরস্থায়ী। কেননা, একই বংশে কোনো কুলাঙ্গার জন্ম নিলে সেই মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে পারে। আবার, অনেকে খুব সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়েও নিজ নিজ কৃতিত্বের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, আবার কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন দরিদ্র পরিবারে। এ দুজন ব্যক্তি বংশ পরিচয়ে নয়, বরং কর্ম দ্বারা মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছেন।

মানুষের পরিচয় কখনোই তার বংশ বা পরিবারের মর্যাদা-অমর্যাদার উপর নির্ভর করে না । নির্ভর করে তার নিজ নিজ কর্ম ও সুকৃতির উপর। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, মানবসেবা পছন্দসই যে কোনো ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করে অমর হতে পারে।

রচনা

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

ভূমিকাঃ

বর্তমান যুগকে বলা হয় আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ। নিশ্বাস - প্রশ্বাসের মতোই বিজ্ঞান আমাদের কাছে অপরিহার্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবন বিজ্ঞান ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। এখন যেকোনো ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষই বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে, রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কাজকর্মের জন্য বিজ্ঞানের অবদান লক্ষনীয়।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রাঃ

আদিম মানুষের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল আগুন জ্বালাতে শেখা মানুষের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ন আবিষ্কার চাকা। বর্তমানে মানুষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে অপরিসীম উন্নতি করেছে তার মূলে রয়েছে এই চাকা। আর যে আবিষ্কারের সুবাদে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে তা হল বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ অনেক নিত্যনতুন জিনিস আবিষ্কার করতে লাগল ! দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের অবদান একে একে স্থান করে নিল ।

প্রত্যাহিক জীবনে বিজ্ঞানঃ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রায় প্রতিটি জিনিস বিজ্ঞানের দান বাড়ি তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন রড, সিমেন্ট, রঙ বা বাড়িতে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন - পাখা, লাইট, টিভি, ফোন, হিটার, কুকার ইত্যাদি সবকিছুর মূলে রয়েছে বিজ্ঞান। এইসব যন্ত্রপাতি আধুনিক জীবনকে সহজতর করে তুলেছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞানঃ

চিকিৎসাক্ষেত্রেও বিজ্ঞান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। আগে যেসব রোগে মানুষ মারা যেত, এখন সে সমস্ত রোগের ওষুধ আবিষ্কার হওয়ার ফলে মানুষের গড় আয়ু অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে রোগ নির্ণয় করাও সহজ হয়েছে ।

কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানঃ

উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং অত্যাধিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন এসেছে। শিল্প কারখানায় উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কম খরচে বেশি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে ।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানঃ

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। পাঠদানের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার করে সাধারন ক্লাসরুমকে স্মার্ট ক্লাস রুম করা হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এখন ছাত্রছাত্রীদের ঘরে বসে অনলাইন কোচিং দিতে পারছে। অনলাইন টেস্টও নিতে পারছে।

উপসংহারঃ

বর্তমান যুগে মানুষ বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষ জীবনকে করেছে আরামপ্রদ ও সুন্দর। বিজ্ঞান দৈনন্দিন জীবনে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞান আজ মানুষের বন্ধু, সহযোগী, সেবক দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান আমাদের নিত্য সেবা করে চলেছে। একথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয় যে , বিজ্ঞান না থাকলে এই গতিময় বিশ্বে আমরা বাঁচবো কী করে !

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার

ভূমিকা: বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন হলো খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসা। এর মধ্যে খাদ্যের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিশেষত খাদ্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বের দেশে দেশে খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অনাকাঙ্ক্ষিত মূল্যবৃদ্ধির ফলে পণ্যসামগ্রী সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এখন অনাহারের দ্বারপ্রান্তে। আমাদের দেশেও চাল, ডাল, তেল, লবণ, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, তরকারি, দুধ, চিনি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি জনজীবনকে করে তুলেছে অচল ও আড়ষ্ট, বিশেষ করে নিম্নআয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যে লাগামহীন এ মূল্যবৃদ্ধি অভিশাপস্বরূপ।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাম্প্রতিক চিত্র: বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ক্রমাগতই বাড়ছে। ন্যায়সংগত ও নির্ধারিত মূল্য বলতে এখন আর কিছুই নেই। ২০০১ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত যদি আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারমূল্য পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, কী অভাবনীয় হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যান্য দ্রব্যের হিসাব বাদ দিয়ে আমরা যদি কেবল চালের মূল্যবৃদ্ধি হিসাব করি তাহলে দেখব, ২০০১ সালে যে চালের দাম ছিল ১৭ টাকা, বর্তমানে দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধি হয়ে সে চালের দাম হয়েছে ন্যূনতম ৫০

টাকা। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর শিয়েন জু'র মতে ২০০৭- ০৮ অর্থবছরে চালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০ শতাংশ, একইভাবে ভোজ্যতেল ৩২ টাকা থেকে ১১৫ টাকা, মসুর ডাল ৩৫ থেকে ৯৫ টাকা, আটা ১২ থেকে ৪৫ টাকা, গরুর মাংস ৭০ থেকে ২৬০-২৭০ টাকা, কাঁচামরিচ ৪০ থেকে ১০০ টাকায় বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য দ্রব্যেরও মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে অভাবনীয় হারে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বাজার পরিস্থিতি এতই অনিয়ন্ত্রিত যে এখন প্রতিমাসে এমনকি প্রতিসপ্তাহে মূল্য বেড়ে চলেছে। এতে জনসাধারণের জীবনযাপন হয়ে পড়েছে দুর্বিষহ। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'-এর হিসেবমতে, ২০০৭- সালের জানুয়ারি থেকে ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত চালের দাম বেড়েছে ৬৬.১৯ শতাংশ। আমাদের দেশে এ পরিমাণ বৃদ্ধি মূল্যে এক কেজি চাল কিনে জীবন চালানোর সামর্থ্য অনেকেরই নেই। একই সাথে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শে গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের মূল্য দফায় দফায় বেড়ে যাওয়ায় জনজীবন হয়ে পড়েছে অসহায়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার: দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিকার করার জন্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে প্রথমেই সরকার একটি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। এ আইনের আওতায় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ, চোরাকারবারি প্রতিরোধ, অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস, দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে। এ ব্যাপারে তদারকির জন্যে সরকার 'পণ্যমূল্য মনিটরিং সেল' নামে একটি সেল গঠন করে জোরদার ভূমিকা নিতে পারে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত পণ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সরকারিভাবে বাজারজাতকরণের মধ্য দিয়ে এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমাদের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান অর্থনীতি। এক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিখাতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে। দরিদ্রপ্রধান দেশে সরকারের প্রয়োজন দরিদ্রদের জন্যে ভর্তুকি দিয়ে খাদ্যপণ্যের ব্যবস্থা করা। সরকারিভাবে চাল মজুদ করতে হবে যেন বাজারে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রাজনৈতিক সহনশীলতা ও সমঝোতার মাধ্যমে হরতাল, ধর্মঘট অবরোধ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। তবেই দেশের জনগণ তথা দেশীয় অর্থনীতি লাগামহীন দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট বিরূপ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাবে।

উপসংহার: নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঊর্ধ্বমুখী মূল্যবৃদ্ধি সীমিত আয়ের মানুষের জীবনকে করছে জর্জরিত। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, সরকার ও জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। তবেই আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ জীবনধারণে স্বস্তিবোধ করবে।

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

ভূমিকা: পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় এবং উপকারী মানুষ হলো পিতা ও মাতা। আমরা এই সুন্দর পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখতে পেয়েছি তাদের কারণেই। আমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে তারা অসীম ত্যাগ ও কষ্ট সহ্য করে আমাদের বড় করে তোলেন। তাই তাদের প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে, যা আমাদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

পিতা-মাতার অবদান: পিতা-মাতা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। ছোটবেলা থেকে তারা আমাদের খাওয়ানো, পরানো, পড়ানো এবং সুস্থ রাখার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করেন। আমরা যখন অসুস্থ হই, তখন তারা নিজেদের চিন্তা না করে আমাদের সুস্থতার জন্য দোয়া ও চেষ্টা করেন।পিতা-মাতা আমাদের জীবনের প্রথম শিক্ষক। তারা আমাদের নৈতিকতা, আদব-কায়দা ও সৎভাবে চলার পথ দেখান। তাদের ভালোবাসা ও স্নেহ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই তুলনা করা চলে না।

পিতামাতার প্রতি আমাদের কর্তব্য: আমাদের উচিত পিতা-মাতার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং শ্রদ্ধার সাথে পালন করা। কখনো তাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করা যাবে না। তারা যা বলেন, তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই বলেন। পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে ভালো ফলাফল করা, সময়মতো ঘুম ও খাওয়া, নামাজ পড়া এবং সৎ পথে চলা—এসবই তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। তাদের কাজে সাহায্য করা, বিশেষ করে মা যখন রান্না বা ঘরের কাজ করেন, তখন পাশে দাঁড়ানো উচিত।

ধর্মীয় দৃষ্টিতে পিতামাতার গুরুত্ব: ইসলাম ধর্মে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও সেবা করা ফরজ। কোরআন ও হাদিসে পিতা-মাতার গুরুত্ব অনেকবার বলা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।"অর্থাৎ একজন সন্তান যদি পিতা-মাতার খেদমত করে, তবে সে আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়। অন্য ধর্মগুলোতেও পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম।
উপসংহার: পিতা-মাতা আমাদের জীবনের আশীর্বাদ। তারা না থাকলে আমরা এই পৃথিবীতে আসতে পারতাম না, বড় হতাম না, কিছুই হতে পারতাম না। তাই তাদের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য।আমাদের উচিত সারাজীবন তাদের ভালোবাসা, সেবা ও সম্মান দিয়ে খুশি রাখা। তাহলেই আমরা প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিও লাভ করব।

পত্র

দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর নিকট পত্র লেখো।

২০ জুন ২০২৫
শিমুলিয়া, শিবপুর
প্রিয় **ক**

একরাশ প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছো। গতকাল তোমার একখানা পত্র পেয়েছি। দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। আজ আমি সেই বিষয়ে তোমাকে লিখছি। গত সপ্তাহে আমি আমার মা-বাবার সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যতম দর্শনীয় স্থান সোনারগাঁ গিয়েছিলাম। সোনারগাঁ নারায়ণগঞ্জ জেলার মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। সোনারগাঁ প্রাচীন বাংলার মুসলমান সুলতানদের রাজধানী ছিল। বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর এই সোনারগাঁয়ে অবস্থিত। এখানেই রয়েছে ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন স্থাপৎ পানামনগর। সোনারগাঁয়ে দেখার মতো আরো অনেক কিছু আছে। সময় পেলে তুমিও একবার ঘুরে এসো।
তোমার মা-বাবাকে আমার সালাম জানিও। তোমার মঙ্গল কামনায় শেষ করছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
'খ'

	ডাকটিকিট
প্রেরক	প্রাপক
নাম: খ	নাম: ক
গ্রাম: শিমুলিয়া	গ্রাম: নগর
উপজেলা: শিবপুর	উপজেলা: মনোহরদী
জেলা: নরসিংদী	জেলা: নরসিংদী

পত্র

বই কেনার জন্য টাকা চেয়ে তোমার পিতার নিকট চিঠি লেখ।

২০ জুন ২০২৫
শিমুলিয়া, শিবপুর
শ্রদ্ধেয় ক

প্রথমে আমার শত সহস্র সালাম নেবেন। আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনার শরীর ভালই আছে। বেশ কিছুদিন আপনার খবর পাইনি, এজন্য আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি। আপনি শুনে খুশি হবেন যে, আমাদের বার্ষিক পরীক্ষার ফল গত ৩১-১২-২০২৫ তারিখে প্রকাশ হয়েছে। আমি ২য় স্থান অধিকার করে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার নতুন বই, খাতা, কলম ও অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতে প্রায় ৫০০ (পাঁচশত) টাকার প্রয়োজন। সময় মতো টাকা হাতে পেলে আমার বিশেষ সুবিধা হবে।

আম্মুকে আমার সালাম জানাবেন। শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। আমি ভালো আছি।

ইতি
স্নেহের সন্তান
খ

	ডাকটিকিট
প্রেরক	প্রাপক
নাম: খ	নাম: ক
গ্রাম: শিমুলিয়া	গ্রাম: নগর
উপজেলা: শিবপুর	উপজেলা: মনোহরদী
জেলা: নরসিংদী	জেলা: নরসিংদী

তোমার জীবনের লক্ষ্য কী, সে বিষয়ে তোমার পিতার নিকট পত্র লেখ

২০ জুন ২০২৫
শিমুলিয়া, শিবপুর

শ্রদ্ধেয় ক

আমার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেন। আশা করি আল্লাহর রহমতে সকলে ভালো আছেন। আমাদের নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ফলাফল সন্তোষজনক হবে বলে আমি একান্তই আশাবাদী। সেই সাথে এটাও ভাবছি যে, এখনই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নেওয়া উচিত। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষিজীবী । তাই ভবিষ্যতে নিজেকে একজন কৃষিবিদ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আশা করি, আমার এ ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আপনিও একমত হবেন এবং আমাকে উৎসাহিত করবেন ।

আপনাদের দোয়ায় আমি ভালো আছি ! আপনার মতামতের প্রত্যাশায় রইলাম ।

ইতি
আপনার স্নেহের
খ

	ডাকটিকিট
প্রেরক	প্রাপক
নাম: খ	নাম: ক
গ্রাম: শিমুলিয়া	গ্রাম: নগর
উপজেলা: শিবপুর	উপজেলা: মনোহরদী
জেলা: নরসিংদী	জেলা: নরসিংদী

বোনের বিবাহ উৎসবে যোগদানের নিমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুর নিকট পত্র লেখ।

২০ জুন ২০২৫
শিমুলিয়া, শিবপুর

প্রিয় **ক**

আশা করি তুমি ভালো আছো। অনেকদিন হলো তোমার সাথে দেখা হয়নি। আমি আজ তোমাকে বিশেষ এক খবর দেওয়ার জন্য এই চিঠি লিখছি। আমার বড় বোনের বিয়ে আগামী ২০ জুন ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।বিয়ের অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে এবং রাত ১০টা পর্যন্ত চলবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য তোমাকে বিশেষ নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তোমার উপস্থিতি আমাদের পরিবারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে বিয়ের দিন সময়মত উপস্থিত হও এবং আমাদের আনন্দের অংশ হও।

তোমার উপস্থিতি আমাদের জন্য একটি বিশেষ স্মৃতি হয়ে থাকবে।

ইতি
তোমার বন্ধু
খ

	ডাকটিকিট
প্রেরক	প্রাপক
নাম: খ	নাম: ক
গ্রাম: শিমুলিয়া	গ্রাম: নগর
উপজেলা: শিবপুর	উপজেলা: মনোহরদী
জেলা: নরসিংদী	জেলা: নরসিংদী

জুলাই আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করে তোমার বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখ।

২০ জুন ২০২৫
শিমুলিয়া, শিবপুর
প্রিয় **ক**

তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি তুমি ভালো আছো। আমি ভালো আছি। আজ তোমাকে লিখছি জুলাই আন্দোলন নিয়ে। এই মাসে সকল শিক্ষার্থীরা একসাথে রাস্তায় নেমেছিল। ১৬ জুলাই, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু সাঈদ নামের এক ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর এই আন্দোলন যেন স্ফুলিঙ্গের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।। আমি আমার হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করেছিলাম। এই আন্দোলন আমাদের শিখিয়েছে - একতাই শক্তি। আমরা যদি ভালো কিছু চাই, তাহলে সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে। এই আন্দোলন আমাদের সাহস আর একতার কথা মনে করিয়ে দেয়।
আজ আর নয়। তোমার মা-বাবাকে আমার সালাম জানিও।

ইতি,
তোমার বন্ধু
খ

	ডাকটিকিট
প্রেরক	প্রাপক
নাম: খ	নাম: ক
গ্রাম: শিমুলিয়া	গ্রাম: নগর
উপজেলা: শিবপুর	উপজেলা: মনোহরদী
জেলা: নরসিংদী	জেলা: নরসিংদী